রাজ্য মানচিত্র

ত্রিপুরা
TRIPURA
মাপনী 1 : 500,000

উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ

ভারতীয় জরিপ বিভাগ | SURVEY OF INDIA

প্রথম সংস্করণ 2025. মূল্য : ₹ 135 /-

ত্রিপুরা - একটি ভূমিকা

ত্রিপুরা একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র, যেখানে প্রচুর উদ্ভিদ, প্রাণী এবং দর্শনীয় স্থান রয়েছে যা দৃশ্যমান আনন্দ প্রদান করে। এই রাজ্যে রয়েছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য এবং বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করে পর্যটন পরিসীমা উন্নয়নেরও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এই সমস্ত স্থান অতিথিপরায়ণ পর্যটন শিল্পের সমৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য আকর্ষণীয় সুযোগ প্রদান করে।

পর্যটন আকর্ষণের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ত্রিপুরা এই ক্ষেত্রে বিকাশের বিশাল সম্ভাবনা রাখে। 10,491.69 বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ত্রিপুরা দেশের ক্ষুদ্রতম রাজ্যগুলির মধ্যে একটি। বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে সমৃদ্ধ সবুজ উপত্যকা ও পাহাড় শ্রেণীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সংস্কৃতি, গৌরবময় ইতিহাস এবং ঐতিহ্যবাহী কলা নৈপুণ্য ও কারুশিল্পের মনোমুগ্ধকর মিশ্রণের এই প্রাচীন রাজ্যটি পর্যটন বিকাশের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার্থে রাজ্যটিকে দুটি পর্যটন পরিসীমাতে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি হল পশ্চিম-দক্ষিণ ত্রিপুরা পরিসীমা যা পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পর্যটন স্থানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং অন্যটি হল পশ্চিম-উত্তর ত্রিপুরা পরিসীমা যা উত্তর ত্রিপুরা এবং ধলাই জেলার পর্যটন স্থানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সমগ্র রাজ্যে পর্যটন, বিশেষ করে প্রকৃতি-ভিত্তিক পর্যটন, ধর্মীয় পর্যটন, ঐতিহ্য পর্যটন, পাহাড়ি পর্যটন, গ্রামীণ পর্যটন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে।

ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই একটি প্রধান পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে এবং এর অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে কারণ রাজ্যে দেশীয় ও বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও ত্রিপুরার পর্যটন খাত থেকে রাজ্যের কোষাগারে রাজস্ব আয় গোয়া এবং হিমাচল প্রদেশের মতো পর্যটন-কেন্দ্রিক রাজ্যগুলির মতো বেশী নয়, তবুও গত দশকে এই খাতের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি চিত্তাকর্ষক এবং যা আগামী বছরগুলিতে আরও বেশি হওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ভারত সরকারের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজ্য সরকার একটি স্বাধীন শিল্প হিসেবে পর্যটন খাতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। 2009 সালে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশন (টিটিডিসি) চালু করে এই গুরুত্বপূর্ণ খাতকে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি এর বিকাশকে আরও উদ্দীপিত করেছে।

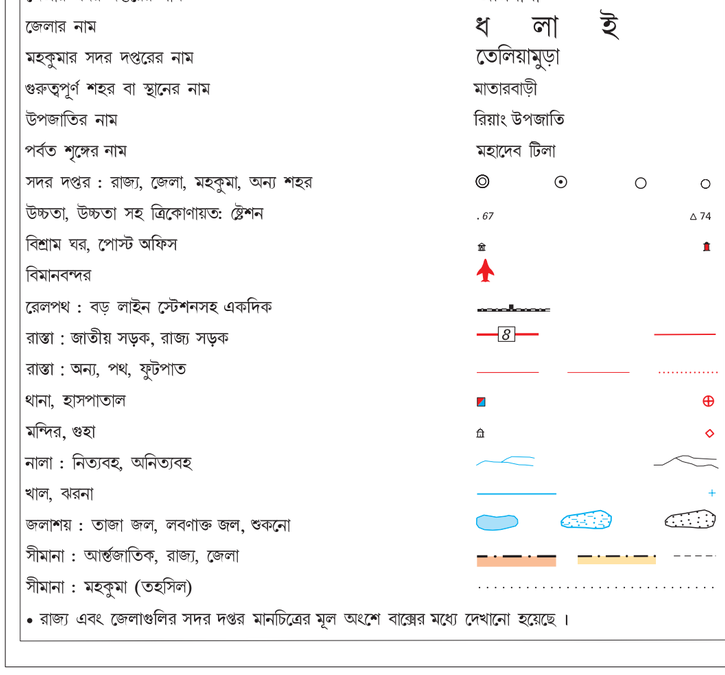

রীতিসিদ্ধ চিহ্ন

রাজ্যের রাজধানীর নাম	আগরতলা
জেলার সদর দপ্তরের নাম	আমবাসা
জেলার নাম	ধ ল া ই
মহকুমার সদর দপ্তরের নাম	তেলিয়ামুড়া
গুরুত্বপূর্ণ শহর বা স্থানের নাম	মাতারবাড়ী
উপজাতির নাম	রিয়াং উপজাতি
পর্বত শৃঙ্গের নাম	মহাদেব টিলা
সদর দপ্তর : রাজ্য, জেলা, মহকুমা, অন্য শহর	◎ ⊙ ○ ○
উচ্চতা, উচ্চতা সহ ত্রিকোণায়ত: ষ্টেশন	.67 △74
বিশ্রাম ঘর, পোস্ট অফিস	
বিমানবন্দর	
রেলপথ : বড় লাইন স্টেশনসহ একদিক	
রাস্তা : জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক	8
রাস্তা : অন্য, পথ, ফুটপাত	
থানা, হাসপাতাল	
মন্দির, গুহা	
নালা : নিত্যবহ, অনিত্যবহ	
খাল, ঝরনা	
জলাশয় : তাজা জল, লবণাক্ত জল, শুকনো	
সীমানা : আর্ন্তজাতিক, রাজ্য, জেলা	
সীমানা : মহকুমা (তহসিল)	

• রাজ্য এবং জেলাগুলির সদর দপ্তর মানচিত্রের মূল অংশে বাক্সের মধ্যে দেখানো হয়েছে ।

উনকোটি

উনকোটি হল একটি শৈব তীর্থস্থান, যা 7ম থেকে 9ম শতাব্দীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এখানে অসাধারণ শিলাচিত্র, প্রাচীরচিত্র এবং জলপ্রপাত রয়েছে। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, ভোরের আগে জেগে উঠতে ব্যর্থ হওয়ায় ভগবান শিব দেবদেবীদের অভিশাপ দিয়ে শিলামূর্তিতে পরিণত করেছিলেন। এমনও প্রচলিত যে,''এক কোটির থেকে একটি কম'' সংখ্যক শিলাচিত্র ও খোদাই সৃষ্টি হয়েছে। স্থানটিতে অসংখ্য শিলাখোদিত প্রতিমা ও পাথরের মূর্তি রয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল কেন্দ্রীয় শিবমূর্তি 'উনকোটিশ্বর কাল ভৈরব',বিশালাকৃতি গণেশমূর্তি এবং নন্দী বৃষের প্রতিমা।প্রতি বছর এপ্রিল মাসে এখানে ''অশোকাষ্টমী মেলা'' অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে হাজারো তীর্থযাত্রী সমবেত হন।

মাপনী 1 : 500,000
1 সেন্টিমিটার = 5 কিলোমিটার

কিলোমিটার 10 5 0 10 20 30 40 50 কিলোমিটার

প্রক্ষেপ : লাম্বার্ট কনফরমাল কনিকাল
আধার : ডব্লিউজিএস 84.

রাজ্যের সূচক

মানচিত্রের সূচক

পঞ্জি সং. 269 ভাজ.বি.মু. ডি'25 (ত্রি.ম.মি. উইং - 1:500,000)- 40.
প্রথম সংস্করণ 2025.

অনুগ্রহ করে এই মানচিত্র সম্বন্ধে বিশদ বিবরনের জন্য যোগাযোগ করুন
উইং ভারপ্রাপ্ত
আসাম ও নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম ভূ-স্থানিক নির্দেশালয়,
(ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মিজোরাম উইং), ভারতীয় জরিপ বিভাগ,
5 ম তলা কেন্দ্রীয় সদন, চিরুকান্দি রোড,
তারাপুর, শিলচর - 788003, আসাম।
দূরভাষ : 03842–268555
ই-মেইল : tmmz.gdc.soi@gov.in
ওয়েবসাইট - www.surveyofindia.gov.in

ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল হিতেশ কুমার এস. মকওয়াণা, ভা.প্র.প., এর নির্দেশনায় প্রকাশিত,
ভারতীয় জরিপ বিভাগ, হাতিবড়খলা এস্টেট, পোস্ট বক্স নং. 37, দেরাদুন - 248001 (উত্তরাখণ্ড),
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, ভারত সরকার ।
2025.

ভারতীয় জরিপ বিভাগের মুদ্রণালয় থেকে মুদ্রিত ।

© ভারত সরকারের স্বত্বাধিকার 2025.

ভারতীয় জরিপ বিভাগ, রাষ্ট্রীয় মানচিত্র প্রতিনিধিত্বের লিখিত অনুমতি অনুমতি ব্যতীত এই মানচিত্রের পুরো অথবা আংশিক পুনরুৎপাদন নিষিদ্ধ ।